হয়েছে৷ বলাবাহুল্য, ওই গ্রন্থেরই আরো কিছু প্রেমের গানে আছে উপজাতীয় স্বাদ-গন্ধ৷ কিন্তু সেগুলিকে বিশুদ্ধভাবে উপজাতি – জীবনাশ্রিত বলা যায় না। সেগুলি মিশ্র ধরণের৷ তাদের লোকজীবানাশ্রিত প্রেমসঙ্গীত বলাই ভালো৷

সবমিলিয়ে এইগুলিতে গীতিকার নজরুলের যে পরিচয় ফুটে ওঠে তা নিম্নরূপ :

১. 'শাল-পিয়ালের বন', 'পঞ্চকোট পাহাড়', 'রাঙামাটির পথ', 'কয়লাখাদের ধোঁওয়া' ইত্যাদি দেখে মনে হয় এই গানগুলির স্থানিক পটভূমি আজকের ঝাড়খণ্ড-সীমান্তবর্তীপুরুলিয়া, বর্ধমান ও বীরভূমের অংশবিশেষ৷ যা নজরুলের বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের নিবিড় লীলাভূমি৷ অর্থাৎ উপজাতি- জীবানাশ্রিত প্রেমসঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে নজরুলপ্রত্যক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠঅভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভরকরেছেন৷ সেজন্য এই গানগুলিতে নজরুলীয় উজ্জ্বল-রঙিন কল্পনার অভাব থাকলেও খনি থেকে সদ্য তোলা সোনার গাঢ় সজীবতা আছে৷

উপজাতি-জীবনাশ্রিত প্রেম তাঁর গানে নিছক উপাদান মাত্র নয়৷ কিংবা আত্মপ্রসারের জন্য রোমান্টিক কবিরা যেমন করে এ-ধরণের বিষয় চয়ন করেন, তেমনটা নজরুলের ক্ষেত্রেঘটেনি৷এসবের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ৷ গানগুলির আন্তরিকতা, ভাবাবেগের তীব্রতা ও চরিত্রগুলির রক্তচাঞ্চল্যতার প্রমাণ। উল্টো দিকথেকেও ভাবা যেতে পারে যে: নজরুল-প্রেম-সঙ্গীতের যে সাধারণবৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তত্ত্বভারহীনতা, কাম-প্রেমের তীব্রতা, গভীরতা-চটুলতা --- তার মধ্যে কি এই পড়শি উপজাতিদের প্রভাব নেই? অর্থাৎ সংখ্যায় কম হলেও নজরুলের উপজাতি-জীবনাশ্রিত প্রেমসঙ্গীত গভীর মনোযোগ দাবি করে৷

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১. 'সুর্নিবাচিতনজরুলগীতিরস্বরলিপি'(১মখন্ড), কাজীঅনিরুদ্ধ, সাহিত্যম ,কোলকাতা—৭৩, মহালয়া -১৩৮২বঙ্গাব্দ

২.ঐ(২য়খন্ড), শ্রাবণ-১৩৮৩বঙ্গাব্দ

৩.ঐ(৩য়খন্ড),বৈশাখ-১৩৮৫বঙ্গাব্দ

৪.ঐ(৪র্থখন্ড), আশ্বিন- ১৩৮৫বঙ্গাব্দ

৫.ঐ(৫মখন্ড), ...

৬.'নজরুলেরকবিতা: অসংযমেরশিল্প', ক্ষেত্রগুপ্ত, পুস্তকবিপণি,কোলকাতা-৯, জানুয়ারি-১৯৯৭

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বয়ম্বর সভা : সেকাল একাল

অর্পিতা দাস[42]

বিশ শতকের কথাসাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-৭৯) তাঁর বেশ কিছু ছোটোগল্পে পুরাণকে সময় অনুসারে নতুন ব্যঞ্জনায় তুলে ধরেছেন। এই গল্পগুলিতে তিনি বর্তমান সময়ের সংকটকে রূপ দিয়েছেন পৌরাণিক শব্দ, চরিত্র, অনুষঙ্গ ও পরিমণ্ডল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। তাই তাঁর রচনায় পুরাণ আধুনিক মাত্রা পেয়েছে। 'অশ্বমেধের ঘোড়া'(১৯৬৩) গল্প-সংকলনের অন্তর্গত 'স্বয়ম্বর সভা' তাঁর এরকমই একটি গল্প। গল্পটি প্রথমে 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর' নামে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে 'মানসী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটি সম্পর্কে দেবেশ রায় 'দীপেন-দেবেশের দীপেন' স্মৃতিচারণার একটি অংশে জানিয়েছেন --- "....উদয়-এর ঘরের এই অসংখ্য নৈশ আড্ডারই কোনও একদিনের ঘটনা নিয়ে 'স্বয়ম্বর সভা' গল্পটি লেখা"।[১]

গল্পটিতে পুরাণকে লেখক বর্তমানে স্থাপন করেছেন সূক্ষ্ম সংকেতে। গল্পটির নাম 'স্বয়ম্বর সভা' হলেও স্বয়ম্বর সভার কোনও বিবরণ গল্পটিতে নেই। কেবল দ্রৌপদী নামের সংকেতে ব্যক্ত হয়েছে মহাভারতের কালে নারীকে যেভাবে ব্যবহার করা হত তার ব্যঞ্জনা।

প্রথমে আমরা যে বর্তমানে গল্পটি উপস্থাপিত সেই বর্তমানকে বিবৃত করব। গল্পটি শুরু হয়েছে অখিল, সুধাংশু আর বিনয় নামে তিন যুবকের আড্ডা দেওয়ার বিবরণকে কেন্দ্র করে। তিন যুবক যাদের সুস্থ মোটামুটি চলে যাওয়ার মতো সংস্থান আছে কিন্তু সচ্ছলভাবে সংসার করবার উপায় নেই তাদের হতাশা এবং অভাববোধ নিয়ে এই গল্প। তিন বন্ধুর সংলাপে ফুটে উঠেছে পঞ্চাশের দশকের পশ্চিমবাংলা ও কলকাতার সমাজচিত্র।

গল্পটির দুটি পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে তিনবন্ধু নিজেদের মধ্যে কথা বলে। সেই কথোপকথনে প্রকাশ পেয়েছে সংসারের সঙ্গে তাদের একটি অসংলগ্ন সম্পর্ক। অর্থাৎ কোনও কিছুর সঙ্গেই তারা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নয়। তারা অবিবাহিত, এককভাবে সংসার চালানোর ক্ষমতা নেই; যদিও মা-বাবা-ভাই-বোন সহ পরিবার আছে। কিন্তু জীবনের কোনও আনন্দ তারা অনুভব করে না। প্রত্যেকেরই কথার মধ্যে নিরর্থক, আগ্রহবিহীন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাবিহীন জীবন যাপনের ছবি ফুটে উঠেছে।

---

[42]অধ্যাপিকা, পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া

Scanned by CamScanner